[2023] 4 এস. সি. আর 858

পঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বনাম

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড।

(দেওয়ানি আপিল নং: 2924/2023)

18ই এপ্রিল 2023

[বি. আর. গাভাই এবং অরবিন্দ কুমার, বিচারপতিদ্বয়]

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং নিরপত্তার স্বার্থে প্রয়োগ আইন, 2002, ধারা 34 - প্রতিবাদী নালিশী সম্পত্তিটি কিনেছিলেন যেখানে আপিলকারী - ব্যাঙ্ককে নালিশী পরিসরের ('প্রেমিসেস্') নিচতলায় ('গ্রাউন্ড ফ্লোর') পূর্ববর্তী মালিক দ্বারা ভাড়াটে হিসাবে বসানো হয়েছিল। - আপিলকারী - ব্যাঙ্ক থেকে প্রতিবাদী, অন্য কিছুর সাথে, নালিশী সম্পত্তির সহায়ক বন্ধক রেখে বিভিন্ন ঋণ - সুবিধা গ্রহণ করেন যার পরিমান 42.74 কোটি টাকা - এরপরে, নগর দেওয়ানী আদালতে পূর্ববর্তী মালিকের দ্বারা পূর্বে দায়ের করা উচ্ছেদ মামলায় দাখিল করা 29.11.2010 তারিখের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বন্দোবস্ত চুক্তি এবং 11.02.2011 তারিখের একটি ইজারা দলিল উভয় পক্ষের মধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল - প্রতিবাদী আর্থিক খেলাপ করেছিলেন এবং আপিলকারী ব্যাঙ্ক দ্বারা সারফেসি (SARFAESI) আইনের 13 নং ধারার অধীনে একটি চাহিদা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল - দাবি পূরণ হয়নি - আপিলকারী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নালিশী সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, প্রতিবাদী, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের কাছে সিকিউরিটাইজেশন আবেদন দায়ের করেন এবং বন্দোবস্ত দলিল ও ইজারা দলিলের নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন - নালিশী সম্পত্তির কোনও অংশ হস্তান্তর করা থেকে আপিলকারীকে বিরত রাখার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদনও দায়ের করা হয়েছিল-হাইকোর্টের একক বিচারপতি দ্বারা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে বিক্রয়ের কোনও চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া যাবে না এবং এটি সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল -এরপরে, একক বিচারপতি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি খারিজ করে দেন যে এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনকারী, একজন সুনিশ্চিত ঋণদাতা হওয়ায়, সারফেসি (SARFAESI) আইনের 34 ধারা বিধানে বিশেষত দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ারের উপর থাকা সুস্পষ্ট নিষেধের আলোকে, তাকে সুনিশ্চিত নালিশী সম্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করা যায় না, - খন্ড ন্যায়পীঠ একক বিচারপতির আদেশ বাতিল করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে সারফেসি (SARFAESI) আইনের 34 ধারা অনুযায়ী নিষেধ চূড়ান্ত ছিল না এবং পক্ষগুলির অধিকারের চূড়ান্ত নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত আপিলকারীকে নালিশী সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধা দিয়েছিল। - আপিলে নির্ধারিত হল: এটি নির্ধারিত যে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ার এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ যা এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনও ক্ষমতা অনুসরণে নেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হতে পারে এমন কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের বা আপিল ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।"-

-দেওয়ানি আদালতের উপর নিষেধ এইভাবে সেই সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য যা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে, সেই বিষয়গুলি ছাড়াও যেগুলিতে ইতিমধ্যে সারফেসি (SARFAESI) আইনের ধারা 34 উপ-ধারা (4) এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।- যদিও খুব সীমিত পরিমাণে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ারও আহ্বান করা যেতে পারে, যেখানে উদাহরণস্বরূপ, সুনিশ্চিত ঋণদাতার ক্রিয়াকলাপ প্রতারণামূলক বলে অভিযোগ করা হয় বা তার দাবি এত অযৌক্তিক এবং অসমর্থনীয় যে তার জন্য আদৌ কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে - বর্তমান মামলায়, এটি বলা যায় না যে সুনিশ্চিত ঋণদাতার, অর্থাৎ আপিলকারীর, ক্রিয়াকলাপ প্রতারণামূলক বা তার দাবি এতটাই অযৌক্তিক বা অসমর্থনীয় যে আদৌ কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে --- একক বিচারক একটি বিধিবদ্ধ নিষেধের ভিত্তিতে উক্ত আদেশটি পাস করেছিলেন -- খন্ড ন্যায়পীঠ একক বিচারকের বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছে - তাই একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশ বহাল রাখা হল।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে: 1) সুপ্রিম কোর্ট মার্ডিয়া কেমিক্যালস লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ্ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য মামলায় রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ার এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ যা এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনও ক্ষমতা অনুসরণে নেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হতে পারে এমন কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের বা আপিল ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।" - আদালত সিদ্ধান্তে এসেছে যে নিষেধাজ্ঞা এমন বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের দ্বারা প্রগ্রাহ্য করা যেতে পারে যদিও সেই দিক থেকে এখনও পর্যন্ত সারফেসি *(SARFAESI)* আইনের 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটি বলা হয়েছে যে এক্তিয়ারের বাধা আছে এমন একটি কার্যধারার ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে ট্রাইবুনেলে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে কোনও বিষয়ে যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়েও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের কোনও কার্যধারা ('প্রসিডিংস্') গ্রহণের এক্তিয়ার থাকবে না।আদালত বলেছে যে, যে বিষয়গুলিতে ইতিমধ্যে সারফেসি *(SARFAESI)* আইনের 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলি ছাড়াও সিভিল কোর্টের উপর নিষেধ এইভাবে এমন সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য যা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে, ।[অনুচ্ছেদ 13] [867-এ-সি]

2. এই আদালত আরও সিদ্ধান্তে এসেছে যে, খুব সীমিত পরিমাণে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ারও আহ্বান করা যেতে পারে, যেখানে উদাহরণস্বরূপ, সুনিশ্চিত ঋণদাতার ক্রিয়াকলাপ প্রতারণামূলক বলে অভিযোগ করা হয় বা তার দাবি এত অযৌক্তিক এবং অসমর্থনীয় হতে পারে যা নিয়ে আদৌ কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে

বা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ততদূর পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপকে দেওয়ানি আদালতে আনার সুযোগ অনুমোদনীয় যেমনটা ইংরেজি বঙ্কের ('ইংলিশ মরগেজ') ক্ষেত্রে। [অনুচ্ছেদ 14] [867-ডি]

3. বর্তমান মামলায়, এটি বলা যাবে না যে সুনিশ্চিত ঋণদাতার, অর্থাৎ আপিলকারীর পদক্ষেপ হয় প্রতারণামূলক অথবা তার দাবি এতটাই অযৌক্তিক বা অসমর্থনীয় যে আদৌ কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে।এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 17 ও 18 ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ফেসি *(SARFAESI)* আইন নিজেই কোনও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার প্রদান করে। [অনুচ্ছেদ 15] [867-ই-এফ]

4. "ওয়ান্ডার লিমিটেড এবং আরও একজন বনাম অ্যান্টক্স ইন্ডিয়া প্রাঃ লিমিটেডের" মামলায় এই আদালত বলেছে যে আপিল আদালত প্রথম বিচারকারী আদালতের বিচক্ষণতার অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তার নিজস্ব বিচক্ষণতার প্রতিস্থাপিত করবে না, যদি না আদালতের বিচক্ষণতার প্রয়োগ স্বেচ্ছাচারী বা খামখেয়ালীভাবে, বা বিকৃতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে বা যেখানে আদালত অন্তর্বর্তী আদেশের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান নিয়ন্ত্রণকারী আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলিকে উপেক্ষা করেছে। এটি বলা হয়েছে যে বিবেচনার প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপিলকে নীতিনির্ভর আপিল বলা হয়। এটি আরও বলা হয়েছে যে আপিল আদালত উপাদানটির পুনর্মূল্যায়ন করবে না এবং নীচের আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তার থেকে আলাদা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে না যদি সেই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তা উপাদানটির উপর নির্ভর করে যুক্তিসঙ্গতভাবে তা সম্ভব হয়। এটি বলা হয়েছে যে বিচার আদালত যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বিচারিক পদ্ধতিতে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে থাকে তবে আপিল আদালত যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত তা বিচার আদালতের বিচক্ষণতার অনুশীলনে হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না।[অনুচ্ছেদ 17] [868-এফ-এইচ]

5. নিঃসন্দেহে, বর্তমান মামলায়, 15ই জুলাই 2013 তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার বাতিল করার সময়, একক বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে বাদী যে প্রতিকার দাবি করেছেন তা সারফেসি *(SARFAESI)* আইনের 34 ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্জুর করা যেতে পারে না। এইভাবে, একক বিচারক একটি বিধিবদ্ধ নিষেধের ভিত্তিতে উক্ত আদেশটি দিয়ে ছিলেন। আগে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, মার্ডিয়া কেমিক্যালস লিমিটেডের মামলার ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক যেমনটা নির্ধারিত হয়েছে যে দেওয়ানি মামলার ভাল রাখার সুযোগ খুব সীমিত। প্রতিবাদী/বাদীর মামলা উক্ত সীমিত পরিসরের মধ্যে আসবে না। খন্ড ন্যায়পীঠ একক বিচারপতির বিচক্ষণতায় হস্তক্ষেপ করে মারাত্মক ভুল করেছে।[অনুচ্ছেদ 18] [869-এ-সি]

মারদিয়া কেমিক্যালস লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (2004) 4 **এস. সি. সি.** 311:[2004] 3 এস. *সি. আর 982; ওয়ান্ডার লিমিটেড এবং আরও একজন বনাম* **অ্যান্টক্স ইন্ডিয়া পি. লিমিটেড** 1990 ('সাপ্') **এস. সি. সি** 727-**এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল।**

মামলার উল্লেখ

[2004] 3 এস. সি. আর 982 অনুচ্ছেদ 12-এর উপর নির্ভর করা হয়

সিভিল আপিল এক্তিয়ার: 2023 সালের সিভিল আপিল নং.2924।

2016 সালের এ. পি. ও. টি . নং 411-এ কলিকাতা হাইকোর্টের 30.01.2017 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

অসীম ব্যানার্জি, বরিষ্ঠ আইনজীবী মিস টিনা গর্গ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীগণ।

করণ বাতুরা, প্রতিবাদী পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করলেন

বি. আর. গাভাই, বিচারপতি।

1. অনুমতি প্রদান করা হল।

2. বর্তমান আপিলটি কলিকাতা হাইকোর্টের খন্ড ন্যায়পীঠ (এরপরে "হাইকোর্ট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা এ.পি.ও.টি.নং.411/ 2016 মামলায় 30শে জানুয়ারী 2017 তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরোধিতায় করা হয়েছে, যার ফলে 2016 সালের 2রা নভেম্বর তারিখের একক বিচারকের আদেশ বাতিল করা হয়েছে, যার মাধ্যমে 2013 সালের 15ই জুলাই তারিখের একক বিচারকের পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে আবেদনকারীকে মামলা সম্পত্তি বিক্রি করার পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বিক্রির বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ না দেবার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা খারিজ করা হয়।

3) সংক্ষেপে, বর্তমান আপিলের উদ্ভবের তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

3.1 1972 সালে মেসার্স ভারত চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক প্রেমিসেস্ 8 নং, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কোলকাতা, 700001, যা এখন 28, হেমন্ত বসু সরণি, কোলকাতা, 700001 (এরপরে "নালিশী সম্পত্তি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর নিচতলায় ভাড়াটিয়া হিসাবে পাঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাঙ্ককে বসানো হয়। 2003 সালে, মেসার্স ভারত চেম্বার অফ কমার্স কলিকাতা নগর দেওয়ানী আদালতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে 2003 সালের 2 নম্বর বিশিষ্ট একটি উচ্ছেদের মামলা দায়ের করে।

3.2. উপরোক্ত উচ্ছেদের মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন, বিবাদী-মেসার্স ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড নালিশী সম্পত্তি কিনে নেয়,

মেসার্স ভারত চেম্বার অফ কমার্স থেকে, 17ই ফেব্রুয়ারী 2005 তারিখের বিক্রয় দলিল মারফত।এরপরে, প্রতিবাদী, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জামানত হিসাবে মামলা সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে আবেদনকারীর কাছ থেকে বিভিন্ন ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেন যার মূল্য 42.74 কোটি টাকা।

3.3. পরবর্তীকালে, কলিকাতার নগর দেওয়ানি আদালতে পূর্বোক্ত উচ্ছেদের মামলায় দায়ের করা 29শে নভেম্বর, 2010 তারিখের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বন্দোবস্ত চুক্তির শর্তাবলীর অগ্রগতিতে, পক্ষগুলির মধ্যে 11ই ফেব্রুয়ারি, 2011 তারিখের একটি ইজারা দলিল কার্যকর করা হয়, যার ফলে 21 বছরের জন্য আপিলকারীর পক্ষে নালিশী সম্পত্তি ইজারা দেওয়া হয়। এটি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে কলিকাতার নগর দেওয়ানি আদালত দ্বারা আসলে কোনও সম্মতি ডিক্রি পাস করা হয়নি।

3.4. প্রতিবাদীর দ্বারা আর্থিক খেলাপির কারণে, আপিলকারীকে 31শে মার্চ 2012 তারিখে প্রতিবাদী দ্বারা প্রাপ্ত ঋণ সুবিধাগুলিকে অ-কার্যকরী সম্পদ (সংক্ষেপে, "এন. পি. এ") হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এর পরপরই, আপিলকারী কর্তৃক 13ই জুন 2012 তারিখে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002 (এরপরে 'সারফেসি অ্যাক্ট' *('SARFAESI Act.')* হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর 13 ধারার উপ-ধারা (2)-এর অধীনে একটি চাহিদা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল প্রতিবাদীর কাছ থেকে সুদ সহ, অপরিশোধিত বকেয়া যার পরিমান প্রায় 44.89 কোটি টাকা উদ্ধারের জন্য।দাবিটি পূরণ হয়নি, এবং তাই আপিলকারী সারফেসি আইনের *('SARFAESI Act.')* 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে একটি দখলের বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যাতে ঘোষণা করা হয় যে এটি নালিশী সম্পত্তির দখল নিয়েছে।

3.5. এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিবাদী বিদ্বাণ ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-1, কলিকাতা (সংক্ষেপে, "ডি. আর. টি")-এর সামনে 2013 সালের এস. এ. নং 19, একটি সিকিউরিটাইজেশন আবেদন করেন। একই সঙ্গে, 2013 সালের এফ. সি. এস নং 217 নামে একটি দেওয়ানি মামলাও হাইকোর্টের সামনে দায়ের করা হয়েছিল, অন্য বিষয়ের মধ্যে, পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত তাৎপর্যপূর্ণ বন্দোবস্ত চুক্তির পাশাপাশি তৎপরবর্তী ইজারা চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য। বিবাদী তাতে দাবি করেন যে, উদ্দিষ্ট বন্দোবস্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতাগুলি, যার মধ্যে আপিলকারীর দ্বারা অস্থায়ীভাবে নালিশী সম্পত্তি জি থেকে উঠে যাওয়া যাতে বিবাদী নালিশী সম্পত্তি পুনর্গঠন করতে সক্ষম হন এবং তারপরে, নালিশী সম্পত্তির নিচতলার দখল আপিলকারীর কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন, যার ফলে তিনি নবনির্মিত ভবনে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ তৈরি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ থেকে কাটাকাটি করে ও ঠিক করে বকেয়া পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন - তা পূরণ করা হয়নি। একটি

2013 সালের জি. এ. নং 1884-এর নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি মামলাটির প্রতিবাদী দ্বারা আপিলকারীকে মামলা সম্পত্তির কোনও অংশ বা খণ্ডের সাথে লেনদেন, হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ করতে বাধা দেওয়ার জন্যও দায়ের করা হয়েছিল।

3.6. বিশিষ্ট একক বিচারক 2013 সালের 15ই জুলাই তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত আবেদনটি মঞ্জুর করেন এবং নির্দেশ দেন যে 6 সপ্তাহের জন্য বিক্রয়ের কোনও চূড়ান্ত আদেশ জারি করা হবে না। এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল এবং সর্বশেষ 2রা ডিসেম্বর 2013 তারিখের আদেশের মাধ্যমে।

3.7. উচ্ছেদের মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাৎপর্যপূর্ণ বন্দোবস্ত চুক্তিটি একটি সম্মতি ডিক্রীতে পরিণত হয়নি বলে যুক্তি দিয়ে, আপিলকারী পূর্বোক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বাতিল করার জন্য 2014 সালের জি. এ. নং 2352 একটি আবেদন দায়ের করেন। একক বিচারক, 2রা নভেম্বর 2016 তারিখের আদেশের মাধ্যমে, 15ই জুলাই 2013 তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বাতিল করে দেন, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবেদনকারী একজন সুনিশ্চিত ঋণদাতা হওয়ায়, সারফেসি *(SARFAESI)* আইনের 34 ধারা বিধানে বিশেষত দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ারের উপর থাকা সুস্পষ্ট নিষেধের আলোকে, তাকে সুনিশিত নালিশী সম্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করা যায় না। প্রতিবাদী উপর 5,00,000/- টাকার খরচও আরোপ করা হয়েছিল।

3.8. এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদী 2016 সালের জি. এ. নং 3535-এ স্থগিতাদেশের আবেদন সহ 2016 সালের এ.পি.ও.টি. নং 411 মামলা দায়ের করে হাইকোর্টের খন্ড ন্যায়পীঠ উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানান ।

3.9. এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, 2013 সালের 7ই আগস্টের আদেশে *ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের*, উচ্চ আদালতে দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন থাকার কারণে প্রতিবাদী দ্বারা দায়ের করা সিকিউরিটাইজেশন আবেদনে আরও এগিয়ে যেতে অস্বীকার করে।

3.10. 2017 সালের 30শে জানুয়ারীর বিরোধিত রায়ের মাধ্যমে, খন্ড ন্যায়পীঠ উত্তরদাতার আপিল মঞ্জুর করেন এবং 2016 সালের 2রা নভেম্বরের বিজ্ঞ একক বিচারপতি আদেশ বাতিল করে দেন। খন্ড ন্যায়পীঠ পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সারফেসি ('SARFAESI') আইনের 34 ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা চুড়ান্ত নয়, এবং আপিলকারী, তাৎপর্যপূর্ণ বন্দোবস্ত চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করে নালিশী সম্পত্তি খালি করিয়ে এবং প্রতিবাদী কাছ থেকে স্থানান্তর চার্জ হিসাবে 5 লক্ষ টাকা নিয়ে, তাৎপর্যপূর্ণ বন্দোবস্ত চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে তার বাধ্যবাধকতাগুলি প্রত্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকবেন। খন্ড ন্যায়পীঠ পক্ষগণের অধিকারের চূড়ান্ত নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত মামলা সম্পত্তি বিক্রি করা থেকে আপিলকারীকে বিরত রাখে।

এইভাবে, প্রাথমিকভাবে 15ই জুলাই 2013 তারিখের মামলায় প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান আপিলটি করা হয়েছে।

4. আমরা আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌঁসুলি শ্রী অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী করণ বাতুরাকে শুনেছি।

5. শ্রী ব্যানার্জি বলেন যে, খন্ড ন্যায়পীঠ একক বিচারপতির দ্বারা গৃহীত যুক্তিসঙ্গত আদেশকে উল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছে। এটি নিবেদন করা হয় যে একক বিচারক মামলাটিকে অনিষ্টকর বলে মনে করেছিলেন এবং তাই, দেওয়ানী কার্যবিধি, 1908 (সংক্ষেপে, "সিপিসি")-এর আদেশ 39 নিয়ম 1 এবং 2-এর অধীনে বিবেচনামূলক প্রতিকার দিতে অস্বীকার করেছিলেন। অতএব, তিনি বলেন যে 2017 সালের 30শে জানুয়ারি তারিখের বিরোধিত রায় ও আদেশ বাতিল করার যোগ্য এবং 2016 সালের 2রা নভেম্বর তারিখের একক বিচারপতির আদেশ পুনস্থাপন করা প্রয়োজন।

6. অন্যদিকে, শ্রী বাতুরা বলেন যে, একক বিচারক এই রায় দিয়ে বলেছেন যে, মামলাটি, উচ্ছেদ মামলায় দায়ের করা বন্দোবস্তের শর্তাবলীর সুনির্দিষ্টভাবে পালন করার জন্য করা হওয়ায়, মামলাটি বহালযোগ্য ছিল, তাই আগে মঞ্জুর করা অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার বাতিল করা যেত না।

7. নিঃসন্দেহে, যে সম্পত্তির বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা আপিলকারী-ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে। একক বিচারপতির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মামলাটির পাশাপাশি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকারের আবেদনটি নিপুণভাবে খসড়া করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার চাওয়া হয়েছে, তবে প্রার্থনার দফা ('ডি') উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে, যাতে লেখা হয়েছে:

> "('ডি') কলকাতা-700001-এর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট-এর 8 নং প্রাঙ্গণের ('প্রেমিসেস্') কোনও অংশ বা খণ্ডের যে কোনও উপায়ে লেনদেন এবং/অথবা হস্তান্তর এবং/অথবা দায়বদ্ধ করা থেকে প্রতিবাদীকে বিরত রাখার নিষেধাজ্ঞা।"

8. এইভাবে দেখা যায় যে, নালিশী সম্পত্তির কোনও অংশ বা খণ্ডের যে কোনও উপায়ে লেনদেন এবং/অথবা হস্তান্তর এবং/অথবা দায়বদ্ধ করা থেকে প্রতিবাদী, অর্থ্যাৎ এই আপিলকারীকে, বিরত রাখার নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে।

9. 2013 সালের 15ই জুলাই তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে, একক বিচারক, যদিও আলোচ্য পরিসরের বিক্রির জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, সঙ্গে এও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বিক্রয়ের চূড়ান্ত আদেশ 6 সপ্তাহের জন্য দেওয়া যাবে না। উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি সময়ে সময়ে অব্যাহত ছিল।

এইভাবে, আপীলকারীকে উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বাতিল করার জন্য 2014 সালের জি. এ নং 2352 দাখিল করতে বাধ্য করা হয়েছিল। 2016 সালের 2রা নভেম্বরের আদেশের মাধ্যমে একক বিচারপতির দ্বারা এটি শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়।

10. এটি প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষণীয় যে একক বিচারপতি প্রতিবাদীকে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার বাতিল করার সময় বিশেষভাবে সারফেসি *(SARFAESI Act.)* আইনের 34 ধারার কথা উল্লেখ করেছেন।

11. খন্ড ন্যায়পীঠ, বিরোধিত রায়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যেহেতু ব্যাঙ্ক সুনিশিত তাৎপর্যপূর্ণ নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাই এটি নিষ্পত্তির অধীনে তার বাধ্যবাধকতাগুলি প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। খন্ড ন্যায়পীঠ পক্ষগুলির অধিকারের নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্ককে মামলা সম্পত্তি বিক্রি থেকে বিরত রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রতিবন্ধক মতবাদের ('ডক্ট্রিন অফ্ প্রমিসরি এস্টোপেল্') উপর নির্ভর করেছিল।

12. দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ার বাদ দেওয়ার বিষয়টি আর অপরিবর্তিত এমন নয়। "মারদিয়া কেমিক্যালস লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (1)" মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির একটি ন্যায়পীঠ সারফেসি আইনের *(SARFAESI Act.)* 34 ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করেছে। উক্ত মামলায় এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবেঃ

"50. এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ধারা 13-এর উপ-ধারা (4)-এ প্রদত্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরেই ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালের সামনে আপিল গ্রহণযোগ্য এবং ধারা 34 এমন কোনও বিষয়ে যে কোনও কার্যধারা গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে কোনও পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেওয়ার আগে, প্রতিবাদীগনের একজন কৌঁসুলি মিঃ সালভে যুক্তি দিয়েছেন যে দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার কোনও বাধা থাকবে না। অতএব, এটা বলা যায় না যে ঋণগ্রহীতাদের জন্য কোনও প্রতিকার উপলব্ধ নেই। যাইহোক, আমাদের মতে শ্রী সালভের এই যুক্তিটি সঠিক নয়। 34 ধারার পূর্ণাঙ্গ পাঠ দেখায় যে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ার সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ যা একটি ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল বা একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল "এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনও ক্ষমতার অনুসরণে নেওয়া বা নেওয়া হবে এমন কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে" অর্থাৎ, এই বাধা এমন বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে এই দিকে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিবেচনা করা

যেতে পারে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক্তিয়ারের বাধা এমন একটি কার্যধারার ক্ষেত্রে রয়েছে যা ট্রাইবুনালে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অতএব, কোনও বিষয় যেটিতে পরবর্তী সময়েও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের কোনও কার্যধারা গ্রহণের এক্তিয়ার থাকবে না।দেওয়ানি আদালতের বাধা এইভাবে 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এমন বিষয়গুলি ছাড়াও ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে এমন সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য।

" 51. যাইহোক, দেওয়ানি আদালতের খুব সীমিত পরিমাণে এক্তিয়ারও আহ্বান করা যেতে পারে, যেখানে উদাহরণস্বরূপ, সুনিশ্চিত ঋণদাতার পদক্ষেপ প্রতারণামূলক বলে অভিযোগ করা হয় বা তার দাবি এতটাই অযৌক্তিক এবং অসমর্থনীয় হতে পারে যার জন্য কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে বা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে ইংরেজ বন্ধকের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ যতটা অনুমোদিত ততটুকু অবধি। আমরা দেখতে পাই যে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দুটি সিদ্ধান্তে এই ধরনের একটি সুযোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যার উপর ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ মহান্যায়বিদ দারুণভাবে নির্ভর করেছেন যথা, ভি. নরসিমহাচারিয়ার [এ.আই.আর 1955 ম্যাড 135], এ.আই.আর 141 এবং 144 পৃষ্ঠায়, বিজ্ঞ একক বিচারকের একটি রায়, যেখানে 22 নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর পৃষ্ঠা 143)

> "22 অধিকার, কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে কাজ করা বন্ধক গ্রহীতার বিরুদ্ধে বন্ধকদাতার প্রতিকার চরিত্রগতভাবে দ্বিগুণ।বন্ধকের শর্তাবলীর বিপরীতে প্রতারণামূলক বা অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে বিক্রির ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা দেখানোর মতো উপকরণ থাকলে বন্ধকদাতা বিক্রির আগেই বিক্রি বন্ধের জন্য নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আসতে পারেন। কিন্তু বন্ধক গ্রহীতার দ্বারা বিক্রয় রোধ করার জন্য পদক্ষেপের আবেদনে অবশ্যই একটি জালিয়াতি বা অনিয়ম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে যার ভিত্তিতে প্রতিকার চাওয়া হয়ঃ" অ্যাডামস বনাম স্কট" [(1859) ৭ ডাব্লু. আর. 233,249]। আমার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রয়োগের উপর এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত সীমিত পরিস্থিতিতে আদালত দ্বারা প্রয়োগ করা হবে কারণ অন্যথায় এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হবে দলিলের যে ধারাগুলিতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছিল তার একটি ধারা বাতিল করা এবং বন্ধকের উপর অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তিরা যে প্রধান ঋণপত্র গুলির উপর নির্ভর করে তার মধ্যে একটি বাতিল করা। (ঘোষ, রাশবেহারি দেখুনঃ বন্ধকের আইন (Law of Mortgages), দ্বিতীয় খণ্ড, 4র্থ সংস্করণ, পৃ. 784।) " "

13. এইভাবে দেখা যায় যে এই আদালত রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি আদালতের এক্তিয়ার এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ যা কোনও ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের বা আপিল ট্রাইব্যুনাল "এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনও ক্ষমতা অনুসরণ করে নেওয়া বা নেওয়া হবে এমন কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে"। আদালত সিদ্ধান্তে এসেছে যে নিষেধাজ্ঞা এমন বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে যদিও সেই দিক থেকে এখনও পর্যন্ত সারফেসি *(SARFAESI)* আইনের 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটি বলা হয়েছে যে এক্তিয়ারের বাধা আছে এমন একটি কার্যধারার ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে ট্রাইবুনেলে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে কোনও বিষয়ে যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়েও ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রেও দেওয়ানি আদালতের কোনও কার্যধারা ('প্রসিডিংস্') গ্রহণের এক্তিয়ার থাকবে না। আদালত বলেছে যে যে বিষয়গুলিতে ইতিমধ্যে সারফেসি *(SARFAESI)* আইনের 13 ধারার উপ-ধারা (4) এর অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলি ছাড়াও দেওয়ানী আদালত উপর নিষেধ এইভাবে এমন সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য যা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে ।

14. এই আদালত আরও বলেছে যে, দেওয়ানি আদালতের খুব সীমিত পরিমাণে এক্তিয়ারও আহ্বান করা যেতে পারে, যেখানে উদাহরণস্বরূপ, সুনিশ্চিত ঋণদাতার পদক্ষেপ প্রতারণামূলক বলে অভিযোগ করা হয় বা তার দাবি এতটাই অযৌক্তিক এবং অসমর্থনীয় হতে পারে যার জন্য কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে বা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে ইংরেজ বন্ধকের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ যতটা অনুমোদিত ততটুকু অবধি।

15. বর্তমান ক্ষেত্রে, এটা বলা যাবে না যে সুনিশ্চিত ঋণদাতার, অর্থাৎ আপিলকারীর ক্রিয়াকলাপ প্রতারণামূলক অথবা তার দাবি এতটাই অযৌক্তিক বা অসমর্থনীয় যে কোনও খুঁটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে।এও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 17 ও 18 ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ফেসি আইন *(SARFAES Act.)* নিজেই কোনও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার প্রদান করে।

16. আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান আবেদনটি অন্য একটি ভিত্তিতেও অনুমোদিত হওয়ার যোগ্য। নিঃসন্দেহে, খন্ড ন্যায়পীঠ যে এক্তিয়ার প্রয়োগ করেছিল তা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ 43 নিয়ম 1-এর অধীনে প্রয়োগ করা এক্তিয়ারের অনুরূপ ছিল। " ওয়ান্ডার লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম অ্যান্টক্স ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ" -এর ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে:

"1. খন্ড ন্যায়পীঠের সামনে আপিলগুলি একক বিচারকের বিচক্ষণতার প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিল।এই ধরনের আপিলগুলিতে, আপিল আদালত প্রথম বিচারাদালতের বিবেচনার অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তার নিজস্ব বিচক্ষণতার দিয়ে তা প্রতিস্থাপিত করবেনা যদি না

আদালতের বিবেচনা স্বেচ্ছাচারী নয় এমনভাবে বা খামখেয়ালীভাবে, বা বিকৃতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে বা যেখানে আদালত অন্তর্বর্তী আদেশের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান নিয়ন্ত্রণকারী আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলিকে উপেক্ষা করেছে। বিচার-বিবেচনার প্রয়োগের আপিলকে নীতিনির্ভর আপিল বলা হয়। আপিল আদালত উপাদানটির পুনর্মূল্যায়ন করবে না এবং নীচের আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তার থেকে আলাদা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে না যদি সেই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা উপাদানটির উপর নির্ভর করে যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব হয়। আপিল আদালত যদি বিচারের পর্যায়ে বিষয়টি বিবেচনা করত তবে এটি বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাত কেবল এই ভিত্তিতে আপিলের অধীনে বিবেচনার অনুশীলনের দ্বারা আপিল আদালতের হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি সাধারণভাবে ন্যায়সঙ্গত হবে না।যদি বিচার আদালত যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বিচারিক পদ্ধতিতে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকে তবে আপিল আদালত যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করত তা বিচার আদালতের বিচারবুদ্ধির অনুশীলনে হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না। এই নীতিগুলি উল্লেখ করার পর বিচারপতি গজেন্দ্রগডক, "প্রিন্টার্স (মহীশূর) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পোথান জোসেফ [(1960) 3 এসসিআর 713: এআইআর 1960 এসসি 1156]: (এসসিআর 721) "এ উল্লেখ করেনঃ

"…. এই নীতিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত, তবে চার্লস ওসেনটন্ অ্যান্ড কোং বনাম ঝানাটন [1942 এসি 130]-এ ভিসকাউন্ট সাইমন যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন….. নীচের কোনও বিচারকের দ্বারা তাঁর বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে প্রদত্ত আদেশের আপিল আদালত দ্বারা বিপরীতকরণ সম্পর্কিত আইন সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং কোনও অসুবিধা দেখা দিলে তা কেবলমাত্র একটি স্বতন্ত্র মামলায় সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলির প্রয়োগের কারণে হয়।"

আপিলের রায়টি এই নীতি মেনে হয়েছে বলে মনে হয় না।"

17.এই আদালত এই রায় দিয়েছে যে, আপিল আদালত প্রথম বিচারাদলতের বিচার-বিবেচনার অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তার নিজস্ব বিবেচনার দ্বারা সেটি প্রতিস্থাপিত করবে না, যদি না সেই বিচার-বিবেচনা নিয়মাবদ্ধ নয় এমনভাবে, খামখেয়ালীভাবে, বা বিকৃতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে দেখানো হয় বা যেখানে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান নিয়ন্ত্রণকারী আইনের স্থির নীতিগুলিকে উপেক্ষা করেছে। এটি বলা হয়েছে যে বিচার-বিবেচনা প্রয়োগের আপিলকে নীতিগতভাবে আপিল বলা হয়। এটি আরও বলা হয়েছে যে আপিল আদালত উপাদানটির পুনর্মূল্যায়ন করবে না এবং নীচের আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তার থেকে আলাদা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে না যদি সেই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল তা উপাদানটির ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে করা সম্ভব হয়। এটি বলা হয়েছে যে যদি বিচার আদালত যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বিচারিক পদ্ধতিতে বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে থাকে তবে আপিল আদালত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেত পারতো এই যুক্তিতে বিচার আদালতের বিচার-বিবেচনার অনুশীলনে এই হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত হয় না।

18. নিঃসন্দেহে, বর্তমান মামলায়, 15ই জুলাই 2013 তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার বাতিল করার সময়, একক বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে বাদী যে প্রতিকার দাবি করেছেন তা সারফেসি আইনের *(SARFAESI Act.)* 34 ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্জুর করা যেতে পারে না। এইভাবে, একক বিচারক একটি বিধিবদ্ধ নিষেধের ভিত্তিতে উক্ত আদেশটি দিয়েছিলেন। আগে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, মার্ডিয়া কেমিক্যালস লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে এই আদালত দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হয়েছে ,সেই হিসাবে একটি দেওয়ানি মামলা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার সুযোগ খুব সীমিত। উত্তরদাতা/বাদীর মামলা উক্ত সীমিত সুযোগ-পরিসরের মধ্যে আসবে না। এইভাবে, আমরা বিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য যে, খন্ড ন্যায়পীঠ একক বিচারপতির বিচক্ষণতায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছে।

19. ফলস্বরূপ, আপিলটি অনুমোদিত হলো। 2017 সালের 30শে জানুয়ারি হাইকোর্টের খন্ড ন্যায়পীঠ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ খারিজ ও বাতিল করে দেওয়া হল এবং বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখা হল।

20. বিচারাধীন থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, সেইগুলির নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমদিত হলো।

-:DISCLAIMER:-

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".